unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

মুখা

নৃত্যরত মুখোশগুলি

“শিল্প শুধু একটি হস্তশিল্প নয়। এটি শিল্পীর অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।

লিও তলস্তয়

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

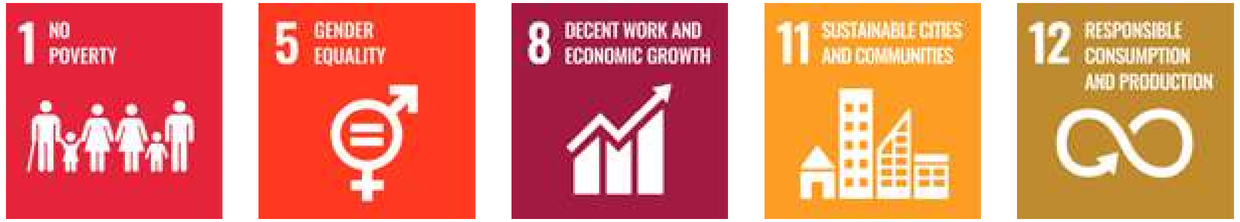

গমিরা নাচ

মুখোশের পিছনের কাহিনি

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আনন্দময় গমিরা নাচ এসেছে রাজবংশীদের দেশি ও পালি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যময় আচার অনুষ্ঠান থেকে। গমিরা নাচ বা মুখা নাচ অনুষ্ঠিত হয় চাষের সময় অশুভ শক্তিকে তাড়িয়ে শুভ শক্তিকে এনে দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য। গমিরা নাচিয়েরা সবাই পুরুষ, এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না। তারা পুরুষ-নারী-প্রাণী মিলিয়ে এক বা একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রতিটি চরিত্রই জীবনের চেয়ে বড়ো বা তাতে অতিরঞ্জন রয়েছে। মুখোশের মাধ্যমে তাদের বিশালতাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়। কাঠের তৈরি ভারী মুখোশ পরে নাচতে বিশেষ দক্ষতার দরকার। ঐতিহ্যগতভাবে গমিরা নাচ শুরু হয় বুড়া-বুড়ি নামে দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে — বস্তুত তারা শিব ও পার্বতীর মানবিক রূপ। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে নর্তকরা বেসামাল হয়ে পড়েন। দর্শকরা বিশ্বাস করেন, নর্তকদের শরীরে অতিপ্রাকৃত শক্তি ভর করেছে বলেই তারা এমন করছেন।

গ্রামবাসীদের কাছে আচারমূলক অনুষ্ঠান ছাড়াও এই নাচে আনন্দ এবং উল্লাসেরও একটি দিক রয়েছে। ১৯৭০ সাল নাগাদ গ্রামবাসীরা বছরের যেকোনো সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার মতো রামায়ণের কাহিনিভিত্তিক মুখোশ নৃত্যের পরিকল্পনা করেন। লেখা হয় রামের বনবাস নাটক। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, শূর্পণখা, মারীচ, জটায়ুর মুখোশ তৈরি করেন তারা।

মুখোশ

ঐতিহ্যগতভাবে মুখোশগুলি ছিল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী। তাই গমিরা মুখোশ আদিযুগে গ্রামবাসী ও নৃত্যশিল্পী উভয়েরই প্রয়োজন মেটাত এবং গ্রামবাসীরা গ্রাম্য দেবতাকে এই মুখোশ নিবেদন করতেন। কাঠের তৈরি গমিরা মুখোশগুলি গমিরা এবং রামের বনবাস নামে দুটি বিশেষ নাচের চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। এই মুখোশগুলির আকর্ষণীয় দিক হল, সেগুলি হনুমানের মতো পৌরাণিক চরিত্র-সহ বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলে যে মনে হয় তারা একে অপরের চেয়ে আলাদা। মুখোশের মাধ্যমে চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলা নির্ভর করে হস্তশিল্পের কুশলতা ও তার ঐতিহ্যের ওপর।

২০১৮ সালে কুশমণ্ডির কাঠের মুখোশ জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন বা জি আই স্বীকৃতি পেয়েছে।

হস্তশিল্প কেন্দ্র

জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর

গ্রাম: কুশমন্ডি

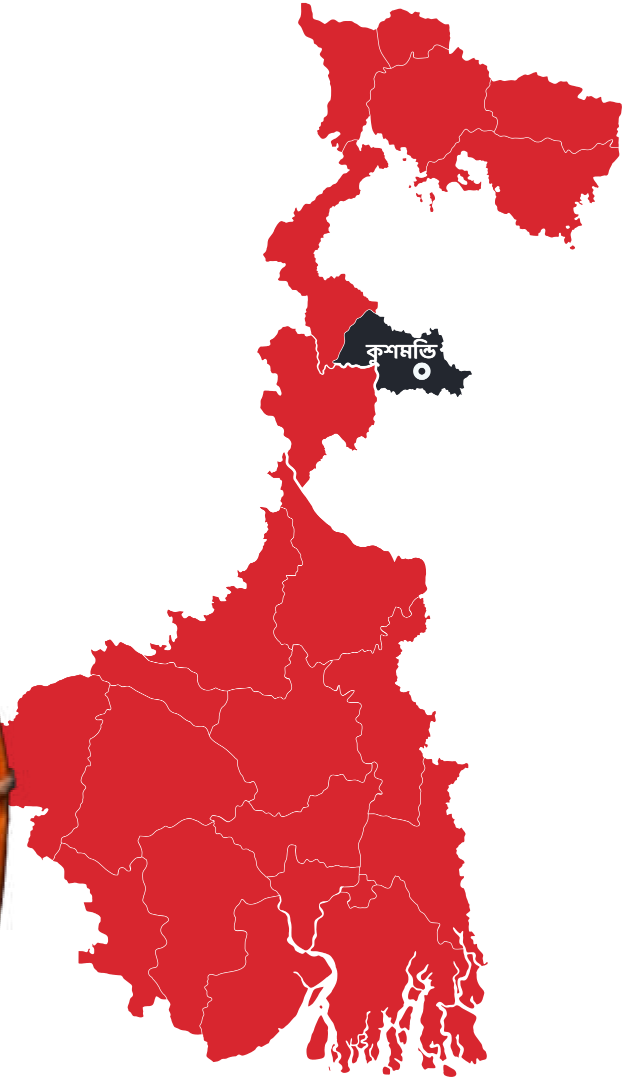

কুশমণ্ডি

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি কাঠের মুখোশ শিল্পের ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। 'মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেড' নামে কুশমণ্ডির খুনিয়াডাঙ্গি গ্রামের একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটি গমিরা মুখোশ তৈরির প্রধান কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি সংলগ্ন গ্রামগুলির কাঠের মুখোশ শিল্পীদের একটি সমবায় হিসেবে কাজ করে। কাঠের মুখোশ শিল্পীরা থাকেন মহিষবাথান, মঙ্গলদহ, মধুপুর, রুয়ানগর, সবদালপুর, সিন্দুরমুচি ও অন্যান্য গ্রামে। কাছেই রয়েছে বাঁশের মুখোশ শিল্পীদের গ্রাম ঊষাহরণ ও বৈশ্যপাড়া। স্থানীয় শিল্পী শঙ্কর দাস গেছেন ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৬৮ জন শিল্পী এই হস্তশিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। শঙ্কর দাস, অনন্ত সরকার, গোপাল বৈশ্য, টুলু সরকার, সঞ্জুলাল সরকার, জগা বৈশ্য, গোষ্ঠ বৈশ্য এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পী।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ কুশমণ্ডিতে একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র ও কমিউনিটি মিউজিয়াম তৈরি করেছে।

কুশমণ্ডির শিল্পী
পুরুষ - ১৬৪ | মহিলা - ৪

- সীতেন সরকার- 8145269262
- পরেশ চন্দ্র সরকার- 9733462109
- শঙ্কর দাস- 9593358360
- টুলু সরকার- 9609937877
- নন্দী সরকার- 8158932313
- অনন্ত সরকার- 8145157712
- কল্যাণ সরকার- 9593601647
- দীপক সরকার- 9732894053
- সঞ্জুলাল সরকার- 9734958839
- শিব সোরেন- 8967967318
- গৌতম বৈশ্য- 9733362566
- পল্টু বৈশ্য- 7098201104
- শান্তি বৈশ্য- 9593078835

প্রক্রিয়া

কাঠের মুখোশ তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে – কাঠের টুকরোটিকে আড়াআড়িভাবে কাটা, ব্লকের ওপর নকশা আঁকা এবং সবশেষে সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা। তারপর মুখোশগুলিকে রং করা হয়, পালিশ করা হয় বা শেড করার জন্য গ্যাসের বাতি দিয়ে পোড়ানো হয়। হাতুড়ি, বাটালি এবং হ্যান্ড ড্রিল কাঠের মুখোশ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় কাঠ দিয়ে তৈরি হয় গমিরার মুখোশ। হালকা ওজনের কাঠ বিশেষ করে গামার কাঠ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও সেগুন/মেহগনি এবং আমের কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়।

মুখোশগুলি খোদাই করার আগে কাঠটি সিজনিং এবং রাসায়নিক ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। এটি কাঠের ফাটল প্রতিরোধী করে তোলে এবং ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। কাঠ পরোপুরি প্রস্তুত হলে খোদাই করা শুরু হয়।

কাঠ/বাঁশ বিভিন্ন আকারে কেটে নেওয়া হয়

ব্লকে ডিজাইনটি এঁকে নেওয়া হয়

খোদাই করে রূপটি ফুটিয়ে তোলা হয়

এরপর মুখোশগুলিকে রং করা হয় অথবা গ্যাস ল্যাম্প দিয়ে পুড়িয়ে ফিনিশ দেওয়া হয়

খোদাই সরঞ্জাম

পণ্যদ্রব্যগুলি

পৌরাণিক চরিত্রের মুখোশ মূলত তৈরি করা হয়। ভদ্রকালী, নরসিংহ, বিভীষণ, রাবণ, হনুমান প্রভৃতি। এছাড়াও শিল্পীরা বাঘ, সিংহ, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর মুখোশ তৈরি করেন। কাঠের মুখোশ থেকে শো-পিস যেমন মৎসকন্যা, নৌকা, ছোটো মুখোশ এবং অন্যান্য উদ্ভাবনী পণ্যদ্রব্যও তৈরি করছেন এই শিল্পীরা। তারা ল্যাম্পশেড, কলম স্ট্যান্ড, ঝুড়ি, মুখোশ দিয়ে অলংকার, বাঁশের আসবাবপত্রের মতো দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্রও তৈরি করছেন।

ঐতিহ্যবাহী
মুখোশ

উদ্ভাবন

ফ্রিজ ম্যাগনেটস

হস্তশিল্প কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের সহায়তায় কুশমন্ডিতে গড়ে উঠেছে একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র। এই হস্তশিল্প কেন্দ্রটি একটি যৌথ কাজের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে মুখোশ নির্মাতারা রোজ নানা ধরনের জিনিস তৈরির জন্য আসেন। হস্তশিল্প কেন্দ্রে রয়েছে বিভিন্নরকম মুখোশ সমৃদ্ধ একটি গ্যালারি। এখানে কাঠের মুখোশ নির্মাণের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিগুলিও দেখানো হয়।

উৎসব

কুশমন্ডির মুখোশ নির্মাতারা তাদের স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উদযাপনের জন্য প্রতি বছর একটি উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে বহু মানুষ আসেন, জায়গাটি হয়ে ওঠে একটি গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পর্যটনস্থল।

www.rcchbengal.com

RuralCraftandCulturalHubs | uttardinajpurhastoshilpo

rcch_bengal

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal